MAR. 0 2 2000

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৬

বিভিন্ন পরীক্ষায় নকলবাজি ও হামলার ঘটনা বৃদ্ধি

দেশে বিদ্যমান পাবলিক পরীক্ষা আইন কার্যকর হচ্ছে না

আহমেদ করিম ॥ দেশের পাবলিক পরীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠানকালে বিদ্যমান পাবলিক পরীক্ষা (অপরাধ) আইন কার্যকর করা হচ্ছে না। ফলে প্রতিবছর এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষাসহ বিভিন্ন পরীক্ষায় ব্যাপক নকলবাজি, ম্যাজিস্ট্রেট ও পরিদর্শক টীমের উপর হামলার ঘটনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ বিদ্যমান আইনে একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট পরীক্ষা অপরাধ জড়িতদের সংক্ষিপ্ত বিচারের মাধ্যমে সর্বোচ্চ দশ বছর কারাদণ্ডসহ অর্থ দণ্ড প্রদানের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, দেশের পাবলিক পরীক্ষাসমূহকে নকলমুক্ত করতে এবং পরীক্ষা অনুষ্ঠানে যে কোন প্রতিকূলতার মোকাবিলায় ১৯৮০ সালে 'পাবলিক পরীক্ষাসমূহ (অপরাধ) আইন ১৯৮০' প্রবর্তন করা হয়। এতে বিধান করা হয় যে, প্রথমত যদি কোন ব্যক্তি কোন পরীক্ষার্থীকে লিখিত উত্তর অথবা লিখিত কাগজ, নোট বা বইয়ের কোন পৃষ্ঠা ইত্যাদি হলে সরবরাহ করে থাকে অথবা পরীক্ষার্থীকে মৌখিকভাবে বা যন্ত্রের মাধ্যমে অথবা অন্য যে কোন উপায়ে কোন প্রশ্নের উত্তর লেখার জন্য বলে দিয়ে সহায়তা করেন তবে তিনি ৫ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে এবং অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। দ্বিতীয়ত যদি কোন ব্যক্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের সাথে জড়িত ব্যক্তি ও কর্মকর্তাকে তার দায়িত্ব পালনে বাধা দেন অথবা,

পরীক্ষা অনুষ্ঠানে বাধাদান করেন অথবা পরীক্ষার হলে গোলযোগ সৃষ্টি করেন তবে তিনি ১ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে অথবা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। তৃতীয়ত, যদি কোন ব্যক্তি পরীক্ষায় কোন উত্তরপত্র বা উত্তরপত্রের অংশ পরিবর্তন করেন অথবা পরীক্ষার হলে বা বাইরে লিখে প্রতিস্থাপন বা সংযোজনের উদ্দেশ্যে পরীক্ষার্থীকে সরবরাহ করেন অথবা পরীক্ষা চলাকালে পরীক্ষার্থী পরীক্ষার হলে লিখেনি এমন উত্তরসংবলিত অতিরিক্ত পৃষ্ঠা উত্তরপত্রের সাথে সংযোজন করেন তবে তিনি ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। চতুর্থত, যদি কোন ব্যক্তি পরীক্ষার্থী না হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে পরীক্ষার্থী বলে পরিচয় দিয়ে বা ভান করে হলে প্রবেশ করেন অথবা অন্য কোন ব্যক্তির নামে বা কোন কল্পিত নামে পরীক্ষায় অংশ নেন তবে তিনি ৫ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে (যা এক বছরের কম হবে না) দণ্ডিত হবেন। পঞ্চমত, যিনি উপরোক্ত অপরাধসমূহ সংঘটনে সহায়তা করবেন বা প্রচেষ্টা চালাবেন তিনি ঐ অপরাধসমূহের জন্য বর্ণিত সমান দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। এছাড়া উপরোক্ত অপরাধসমূহ বিচারের জন্য পাবলিক পরীক্ষা আইনের আওতায় প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে সংক্ষিপ্ত সময়ে বিচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে

৫-এর পাতায় দেখুন

বিভিন্ন পরীক্ষায় নকলবাজি ও হামলার ঘটনা বৃদ্ধি

৮-এর পৃষ্ঠার পর

অপরাধীদের তাৎক্ষণিক গ্রেফতারের মাধ্যমে বিচারের সম্মুখীন করতে পুলিশকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। পরীক্ষা সংক্রান্ত আইনে এরূপ কঠোর বিধান থাকা সত্ত্বেও তা কার্যকরী না হওয়ায় প্রতিবছর বিভিন্ন পরীক্ষা অনুষ্ঠানকালে ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। অনেক স্থানে পরিদর্শকদের জিম্মি করে নকলের মাধ্যমে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায় অথবা ১৯৮০ সালে প্রবর্তিত এ আইনে একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে প্রতিটি থানার টিএনও এরূপ বিচারের আয়োজন করতে পারেন।

এ বিষয়ে আলাপকালে একজন আইন বিশেষজ্ঞ জানান, প্রতিটি জেলায় জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এ আইন কার্যকর হতে পারে। তবে আইনী ক্ষমতা বলে যে কোন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা টিএনও উদ্যোগী হলে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন বন্ধ হতে পারে। এ আইনে পরীক্ষার হলে অনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত শিক্ষকদেরও বিচারের সম্মুখীন করতে ম্যাজিস্ট্রেটকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। আইনটি কার্যকর না হওয়ায় সন্ত্রাসীরাও ইদানীং পরীক্ষার হল নিয়ন্ত্রণের দুঃসাহস দেখাচ্ছে। এ বিষয়ে সম্প্রতি আন্তঃশিক্ষা বোর্ডের এক সভায় আলোচনা হলেও কার্যকরী কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি বলে জানা গেছে। দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে আইনটি কার্যকর হলে ব্যাপক সুফল আসতে পারে বলে অভিজ্ঞমহল ধারণা করছেন।